মহালছড়ির ৯ গ্রাম

সব হারানোদের কথা

গোলাম মোর্তোজা

ছোট্ট সুখী সংসার বলতে যা বোঝায় ঠিক তাই। এক ছেলে, এক মেয়ে, স্ত্রী এবং বৃদ্ধ মা'কে নিয়ে তার সংসার। সচ্ছল সংসার। দুই রুমের একটি টিনের ঘর। ছোট্ট আর একটি রান্নাঘর। রঙিন টিভি, কম্পিউটার... সবই ছিল। এখন কিছুই নেই। সতীশ চাকমার কথা বলছি। স্বপ্নের সংসারে কিছুই অবশিষ্ট নেই। তার স্বপ্ন জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়া হয়েছে। মিশিয়ে দেয়া হয়েছে মাটির সঙ্গে। তার সোনালি স্বপ্ন পরিণত হয়েছে কালো কয়লায়।

শুধু একজন সতীশ চামকা নয়, পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে এমন হাজারো সতীশ চামকার স্বপ্ন।

খাগড়াছড়ি জেলার মহালছড়ির কয়েকটি

সব হারিয়ে এখন সাহায্যের অপেক্ষায়

‘জানিনা কোন প্রশাসনের শেল্টারে ইউপিডিএফ চলছে’

হুমায়ূন কবীর খান
ডিসি
খাগড়াছড়ি

পুলিশ এখন তৎপর। অথচ আগুন লাগানোর সময় ছিলো দর্শক

গ্রামের নাম লেমুছড়ি, বাবুপাড়া, স’মিলপাড়া, পাহাড়তলী, কেড়েঙ্গানালপাড়া, কারবারিপাড়া, পুরপয্যানালপাড়া...। এরকম ৯টি গ্রাম এখন শশ্মান। ইট, টিন, কাঠ, হাঁড়ি-পাতিল, ফ্যান, টিভি, কম্পিউটার... কোনো কিছুই রেহাই পায়নি আগুনের হাত থেকে। সবকিছু পুড়ে গেছে, পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে।

ঘটনাটি ঘটেছে ২৬ আগস্ট। আমরা ঘটনাস্থলে গিয়েছিলাম তার ৮ দিন পর। খাগড়াছড়িতে পৌঁছেই ঘটনার বর্ণনা শুনেছিলাম। যারা বলছিলেন তাদের অধিকাংশই পাহাড়ি। স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মনে হচ্ছিল তারা হয়তো কিছুটা বাড়িয়ে বলছেন। কিন্তু ঘটনাস্থলে গিয়ে মনে হলো উল্টোটা। ঘটনার কিছুই তারা বলতে পারেননি। বাস্তব বিষয়টি যে কতটা নির্মম, ভয়াবহ, বীভৎস, অমানবিক, সেটা শুধু অনুভব করা যায়, বর্ণনা করা যায় না। লিখে সেটা বোঝানো অসম্ভব।

একবার ভাবুন তো সতীশ চাকমার কথা। তার সংসারের কথা। সতীশ চাকমা ছোট দুই সন্তান, স্ত্রী আর বৃদ্ধ মাকে নিয়ে কোথায় থাকেন? জঙ্গলে। সভ্য সমাজের পক্ষে এমন কথা বিশ্বাস করা কষ্টকর। অথচ আমরা নিজের চোখে দেখে এসেছি সেই দৃশ্য। পেটে খাবার নেই, রোদ পুড়িয়ে দিচ্ছে, ভিজিয়ে দিচ্ছে বৃষ্টি। তারপরও সতীশ চাকমারা বেঁচে আছেন। ঘটনার ৮ দিন পর সাহায্য বলতে তারা পেয়েছেন তিন কেজি চাল। অথচ চাল রান্না করার কোনো পাতিলও তাদের নেই। সরকারের কথা না হয় বাদই দিলাম, দেশে এতো এনজিও, এতো বড় বড় কথা। অথচ সতীশ চাকমাদের পাশে দাঁড়ানোর মতো কেউ নেই!

ঘটনার প্রায় ১৮ দিন পর পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান সন্তু লারমা পাহাড়িদের মাথা গোঁজার ঠাঁই তৈরি করার মতো কিছু সাহায্য দিয়েছেন। যার মধ্যে রয়েছে বাঁশ, টিনসহ ঘর তৈরির নানা সামগ্রি।

আমরা যখন মহালছড়ির লেমুছড়ি গ্রামে এসে পৌঁছাই, তখন সকাল সাড়ে ৯টার মতো বাজে। রাস্তার পাশে বসে আছে কয়েকশ’ পাহাড়ি। আমাদের গাড়ি থামতেই তারা ছুটে এলেন। লেমুছড়ির গ্রামের মানুষ তারা। তারা বলছিল তাদের সর্বস্ব হারানোর কথা। কীভাবে পুড়লো আপনাদের বাড়ি? কথা বলে উঠলো একসঙ্গে অনেকে।

‘আর্মি এবং সেটেলার বাঙালিরা আমাদের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে।’

আর্মি পুড়িয়েছে?

‘হ্যাঁ আর্মি। আর্মি আগে গ্রামে ঢুকে গুলি করেছে। আমরা ভয়ে জঙ্গলে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছি। তারপর সেটেলার বাঙালিরা আগুন দিয়েছে।’

আর্মির বিরুদ্ধে এমন গুরুতর অভিযোগ যখন পাহাড়িরা করেছিলে, তখন পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল আর্মি। আর্মিও আমাদের সঙ্গে কথা বলতে চাইছিল। আমরা মাটির সঙ্গে মিশে যাওয়া ঘরবাড়ির ছবি তুলছিলাম, ভিডিও করছিলাম। আর্মি মেজর মোয়াজ্জেম এগিয়ে এসে ধমকের সুরে বললেন, ‘ছবি তুলতে পারবেন। তবে ভিডিও করতে পারবেন না।’

কেন ভিডিও করতে পারবো না?

‘না, ভিডিও করা যাবে না।’

কেন যাবে না?

‘উপরের নির্দেশ আছে, ভিডিও করা যাবে না।’

উপরের কার নির্দেশ আছে? স্পষ্ট করে বলতে হবে। তা না হলে আমরা ভিডিও করবো।

‘না, ভিডিও করা যাবে না’- তিনি এ কথা বারবার বলছেন এবং উত্তেজিত হচ্ছেন। তাকে বললাম, আমরা তো কোনো সাজানো ঘটনা ভিডিও করছি না, যা ঘটেছে সেটাই ভিডিও করছি। আপনাদের উপস্থিতিতেই করছি। আমরা তো বাংলাদেশের বাইরের কোনো রাষ্ট্রে আসিনি যে ভিডিও করা যাবে না। আমরা ভিডিও করবো। আপনি আপনার উপরের সঙ্গে কথা বলেন। ভিডিও করতে শুরু করলাম। মেজর মোয়াজ্জেম হঠাৎ করে

উত্তেজিত হয়ে আঙুল তুলে কাঁপতে কাঁপতে বলতে থাকলেন, 'ক্যামেরা সিজ করো। ডোন্ট শো ইউর রেড আইস।'

অথচ আমদের পক্ষ থেকে রাগারাগির কোনো ঘটনাই ঘটেনি। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে, ভিডিও করতে না দেয়ার সেনাবাহিনীর এই লুকোচুরির অর্থ কী? তাহলে কী এই অপকর্মের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পৃক্ততা আছে?

মেজর মোয়াজ্জেম বললেন, 'ঘটনার দিন বাবুপাড়া গ্রাম থেকে ইউপিডিএফ-এর সন্ত্রাসীরা বাঙালিদের লক্ষ্য করে গুলি করে। এতে ৪ জন বাঙালি আহত হয়। আমরা ইউপিডিএফের সন্ত্রাসীদের ধাওয়া করতে গেলে তারা গুলি করতে করতে পালিয়ে যায়। এই ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা ছিল আর্মির পোশাক পরা। তাদের বেশ কয়েকজন আর্মির পোশাক পরা অবস্থায় ধরা পড়েছে।'

আর্মির পোশাক পরে যারা ধরা পড়েছে তারা এখন কোথাও আছে?

'মেজর নাজমুল আছে বাবুপাড়ার দায়িত্বে, তিনি এটা বলতে পারবেন।'

মেজর নাজমুলের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আমাদের কথা হয় এবং তিনি এরকম কোনো ঘটনার কথা জানেন না বলে জানিয়েছেন।

পাহাড়িরা বলছে, আর্মি এবং বাঙালিরা সম্মিলিতভাবে আগুন দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করায় মেজর মোয়াজ্জেম বললেন, 'ইউপিডিএফের সন্ত্রাসীরা আর্মির পোশাক পড়ে ছিল। আমরা তাদের ধাওয়া করেছিলাম। এ কারণে পাহাড়িরা ভাবছে আর্মি আগুন দিয়েছে।'

মেজর মোয়াজ্জেম এ কথা বলার সময় পাশ থেকে একজন চাকমা মহিলা প্রতিবাদ করে বললেন, 'আর্মিরা ছিল বাঙালি, পাহাড়ি নয়।'

এভাবে জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে ৯টি গ্রামের ৪০০ পরিবারের প্রতিটি ঘর

আর্মির রক্তচক্ষু উপেক্ষা করেই আমরা ছবি তুললাম, ভিডিও করলাম। কথা বললাম পাহাড়িদের সঙ্গে। আর্মির সামনে আর্মির বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন পাহাড়িরা। অভিযোগের উত্তর দেয়ার ধরন দেখে মনে হলো, আর্মি সম্ভবত এ ঘটনায় নিরপরাধী নয়।

ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চল ঘুরে এসে কথা বললাম খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসক হুমায়ুন কবীর খানের সঙ্গে। তিনি প্রচন্ড অনিচ্ছা নিয়ে আমাদের সঙ্গে কথা বললেন। হতাশা তার চোখে-মুখে। তিনি বললেন, 'আমরা বাবুপাড়ায় আগুন দেয়ার কথা শুনে সেখানে গেলাম। আমার সঙ্গে এমপি, এসপি ছিল। আমরা যখন মহালছড়ি সদরে তখন আগুন দেয়া হলো লেমুছড়ায়। আমি নির্বাক হয়ে গেলাম এ দৃশ্য দেখে।' পুলিশ বাধা দিলে ক্ষয়ক্ষতি কমানো যেতো বলেও তিনি স্বীকার করলেন।

আর্মির মতো তিনিও বললেন, 'ইউপিডিএফের সন্ত্রাসীরা রূপন মহাজন নামে একজন বাঙালিকে অপহরণ করার কারণে সেটেলার বাঙালিরা এ ঘটনা ঘটিয়েছে।'

পুরো পার্বত্য চট্টগ্রামের যে দু'তিনটি অঞ্চলে ইউপিডিএফের শক্ত অবস্থান, মহালছড়ি তার একটি। এই অঞ্চলে ইউপিডিএফের চাঁদাবাজি, অপহরণ, সন্ত্রাসী কর্মকান্ড নতুন ঘটনা নয়। তিন বিদেশী অপহরণ ঘটনার সময় আলোচিত আর্কিমিডিস চাকমার বাড়ি এখানেই। আর্কিমিডিস চাকমা ইউপিডিএফের অন্যতম নেতা, সন্ত্রাসী। রূপন মহাজনকেও তারাই অপহরণ করেছে। মজার ব্যাপার হলো, এখন আর্মি এবং জেলা প্রশাসক ইউপিডিএফকে সন্ত্রাসী বলছে। কিন্তু ইউপিডিএফ বা আর্কিমিডিস চাকমরা সব সময়ই প্রশাসনের সহায়তা পেয়ে আসছে। জেলা প্রশাসক বলছে, রূপন মহাজনকে অপহরণ করেছে ইউপিডিএফ। আর্মিও বলছে একই কথা। উভয়েরই দাবি ইউপিডিএফ-এর কারণেই এ অঞ্চলের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছে। জেলা প্রশাসক বলেছেন, 'আমরা ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করছি।'

আপনি বলছেন, ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী অথচ তাদেরকে আবার জেলা আইনশৃঙ্খলা

'পাহাড়িদের কোনো সমস্যা নেই। এ কারণে রেশন বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। বাঙালিরা নিরাপত্তাহীন। এ কারণে তাদের রেশন চলবে'

ওয়াদুদ ভুঁইয়া
এমপি, খাগড়াছড়ি

কমিটিতে রেখেছেন। সন্ত্রাসীদের কমিটিতে রেখেছেন কেন?

'না, ইউপিডিএফ মিটিংয়ে আসতে চেয়েছিল। আমাকে ফোন করেছিল। তাদের নামে ওরারেন্ট থাকায় আসতে নিষেধ করেছি।'

একদিকে বলছেন ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী, তাদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা করছেন, আবার তাদের কমিটিতে রেখেছেন, আপনার সঙ্গে ফোনে কথা হচ্ছে... এই প্রশ্নগুলোর কোনো সদুত্তর দিতে পারেননি তিনি।

পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে নয়টি গ্রাম। জেলা প্রশাসকের কাছে খবর আছে তিনটি গ্রামের। অন্য ছয়টি গ্রামের খবর তিনি জানেনই না। সাহায্য বলতে পরিবার প্রতি পাঁচ কেজি চাল দিয়েছেন বলে তিনি দাবি করেছেন। আমরা খোঁজ নিয়ে দেখেছি কয়েকটি পরিবার চাল পেয়েছে। তবে পাঁচ কেজি নয়, তিন কেজি করে।

খাগড়াছড়ির এমপি ওয়াদুদ ভূঁইয়া। মহালছড়ি ট্রাজেডি নিয়ে কথা হলো তার সঙ্গে। ডিসি এবং আর্মি যে কথা বললেন, তিনি বললেন তার উল্টো কথা। তিনি দাবি করলেন 'বাবুপাড়ায় পাহাড়ি এবং বাঙালিদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। তারপর পাহাড়ি ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা পাহাড়ি গ্রামে আগুন দিয়েছে নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য।'

এমপি ওয়াদুদ ভুঁইয়া পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান। তিনি দাবি করলেন, 'পাহাড়িদের কোনো সমস্যা নেই। তারা নিরাপদ আছেন। এ কারণে ভারত প্রত্যাগত পাহাড়ি শরণার্থীদের রেশন বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। বাঙালিরা নিরাপত্তাহীন। এ কারণে তাদের রেশন চলবে।'

-- বাঙালিদের গ্রামগুলো অক্ষত আছে। আর পাহাড়িদের নয়টি গ্রাম পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। তারপরও আপনি বলছেন পাহাড়িরা নিরাপদ, বাঙালিরা নিরাপত্তাহীন?

'হ্যাঁ, পাহাড়িরা নিজেরা নিজেদের গ্রাম পুড়িয়েছে। আর নয়টি নয়, তিনটি গ্রাম পুড়েছে।'

আপনি কী নিশ্চিত যে তিনটি গ্রাম পুড়েছে?

'হ্যাঁ আমি নিশ্চিত।'

আমরা কিন্তু দেখেছি নয়টি গ্রামই পুড়েছে।

'হতে পারে আপনারা যখন দেখেছেন...।'

এরপর তার সঙ্গে আরো অনেক কথা হলো। তিনি অনেক কথা বললেন, যার আগেরটার সঙ্গে পরেরটার কোনো মিল নেই।

বেঁচে থাকার সম্বল বলতে কিছুই আর অবশিষ্ট নেই

একবার দাবি করলেন এ অঞ্চলে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে। আবার বললেন নিরাপত্তার কারণে তিনি জ্বালিয়ে দেয়া গ্রামে যেতে পারেননি। ঐ অঞ্চলের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভালো নয়। তিনিও দাবি করলেন, 'ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী কর্মকান্ড করছে। ফলে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি খারাপ হচ্ছে। সঙ্গে অবশ্য জনসংহতি সমিতিকেও দায়ী করলেন। অথচ এটা সর্বজন স্বীকৃত যে ইউপিডিএফের সঙ্গে তার সম্পর্ক সবচেয়ে ভালো। তিনি নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার পর ইউপিডিএফ নেতা প্রসিত খীসার কাছ থেকে প্রথম ফুলের মালা নিয়েছিলেন। এখনও ইউপিডিএফের সন্ত্রাসীদের সঙ্গে মিটিং করে আইন শৃঙ্খলার উন্নতি করতে চাইছেন। স্ববিরোধী কথা এবং কাজের কী চমৎকার নিদর্শন।

পাহাড়িদের ওপর সেটেলার বাঙালিদের নির্যাতন এবং আমাদের কর্তাব্যক্তিদের দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য নতুন কোনো ঘটনা নয়। যুগযুগ ধরে এই ধারা চলছে। ধারণা করা হয়েছিল, ১৯৯৭ সালে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পর পরিস্থিতির পরিবর্তন হবে। কিন্তু চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও বাস্তবায়ন না হওয়ায় পরিস্থিতির কোনো উন্নতি হয়নি। আগেও আর্মির বিরুদ্ধে পাহাড়িদের নির্যাতনের অভিযোগ আসতো, এখনো আসে। আগে পাহাড়িদের গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়া হতো, তারা গিয়ে আশ্রয় নিত ভারতে। তাহলে এখনো কী সেই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবেই জ্বালিয়ে দেয়া হচ্ছে পাহাড়ি গ্রাম? আবার কী পাহাড়িদের শরণার্থী হিসেবে ভারতে পাঠানের চেষ্টা হচ্ছে?

জানা যায়, লেমুছড়িসহ আরো কয়েকটি পাহাড়ি গ্রামে '৮৩ সালের সেপ্টেম্বরে বাঙালিদের বসানো হয়েছিল। তারপর তাদেরকে এখান থেকে সরিয়ে পাশের চংড়াছড়ি গুচ্ছ গ্রামে বসানো হয়। গত সংসদ নির্বাচনের আগে চংড়াছড়ির সেটেলার বাঙালিদের বলে দাবি করে। ওয়াদুদ ভুঁইয়ার সঙ্গে দেখা করে লেমুছড়িসহ অন্যান্য গ্রামের বাঙালিরা। ওয়াদুদ ভুঁইয়া তাদের বক্তব্যের সঙ্গে একমত পোষণ করে বলে, আমাকে ভোট দিলে এই গ্রামগুলো বাঙালিদের দিয়ে দেয়া হবে।

জ্বালিয়ে দেয়ার পেছনে এই ঘটনাটিও একটি কারণ বলে মনে করছে পাহাড়িরা। ওয়াদুদ ভুঁইয়া অবশ্য এ কথা অস্বীকার করেছেন। তবে তিনি স্বীকার করেছেন বাঙালিরা এই দাবি নিয়ে তার কাছে এসেছিল এবং তিনি তাদের বলেছেন বিষয়টি তিনি দেখবেন। যেহেতু গ্রামগুলোতে পাহাড়িরা রয়েছে, সেখানে সেটেলার বাঙালিদের বসাতে হলে আগে পাহাড়িদের উচ্ছেদ করাটা জরুরি। যেটাই সম্ভবত জ্বালিয়ে দেয়ার মধ্য দিয়ে করা হয়েছে। ওয়াদুদ ভুঁইয়া দাবি করলেন তিনি পাহাড়ি-বাঙালি সবার এমপি। তারপরের কথা বললেন, 'পাহাড়িদের বাপ দাদাদের গরু ছাগল যেসব স্থানে চলাচল করতো সেসব স্থানও তারা নিজেদের বলে মনে করে।'

এই নয়টি গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইউপিডিএফ আলোচনায় এসেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বিরোধিতা করে ইউপিডিএফের জন্ম। অপহরণ এবং চাঁদাবাজি তাদের পেশা।

প্রসিত সঞ্চ-আর্কিমিডিসরা অপহরণ করেছিল তিন বিদেশীকে। আদায় করেছিল প্রায় ৭ কোটি টাকার মুক্তিপণ। যা দিয়ে তারা কিনেছে অত্যাধুনিক অস্ত্র। ব্যবহার করছে চুক্তি করে অস্ত্র জমা দিয়ে আসা সাবেক শান্তিবাহিনীর গেরিলাদের বিরুদ্ধে। শুরু থেকেই অভিযোগ ছিল, প্রশাসনের শেল্টারেই তাদের জন্ম এবং বেড়ে ওঠা। আমি নিজ চোখে ঘিলাছড়ি বাজারের কাছে তাদের সশস্ত্র অবস্থায় চাঁদাবাজি করতে দেখেছি। যে স্থানে তারা চাঁদাবাজি করেছে তার ২০০ থেকে ৩০০ গজ দূরে আর্মি ক্যাম্প। আর্মিকে দেখেছি না দেখার ভান করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে।

ইউপিডিএফকে মদদ দেয়ার বিষয়ে খাগড়াছড়ির ডিসি বলেন 'জানিনা কোন প্রশাসনের শেল্টারে ইউপিডিএফ চলছে।' আসলে পার্বত্য চট্টগ্রামে একাধিক প্রশাসন সক্রিয়। মহালছড়ির জ্বালিয়ে দেয়া নয়টি গ্রামে আর্মি নিচ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা কায়েম করেছে। আর্মির দাবি অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যও করছে তারা। সরকারি সাহায্য ও দেয়া হচ্ছে আর্মির মাধ্যমে। চুক্তি অনুযায়ী আর্মি ক্যাম্পগুলো পর্যায়ক্রমে তুলে নেয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেই কথা শুধু কাগজেই আছে। বলা হয় নিরাপত্তার জন্য আর্মি এ অঞ্চলে থাকাটা জরুরি। কিন্তু আর্মি ৯টি পাহাড়ি গ্রামের ৪০০ পরিবারের নিরাপত্তা দিতে পারেনি। উল্টো আর্মির বিরুদ্ধে উঠছে সন্ত্রাসীদের শেল্টার দেয়ার অভিযোগ।

আর্মি দিয়ে যে এই অঞ্চলে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়, সেটা আমরা ৩০ বছরে বহু মূল্য দিয়েও বুঝতে পারছি না অথবা বুঝতে চাইছি না। এর জন্য আর কত মূল্য দিতে হবে কে জানে!

'ভিডিও করা যাবে না। ক্যামেরাগুলো সিজ করো'

মেজর মোয়াজ্জেম

ইউপিডিএফকে টিকিয়ে রাখলে বিভিন্ন বাহিনীর এ অঞ্চলে থাকতে সুবিধা হয়। এ অঞ্চলে থাকতে চাওয়ার ক্ষেত্রে কিছু বিষয় সম্ভবত কাজ করে।

ভারতের সেভেন সিস্টার রাজ্যগুলোর বিদ্রোহী গ্রুপগুলোর অস্ত্রের একটি উৎস এ অঞ্চল। মিয়ানমার, সেন্টমার্টিন, কক্সবাজার, বান্দারবান... হয়ে অস্ত্র ঢোকে ভারতে। এটা পার্বত্য চট্টগ্রামে সক্রিয় অনেকের জন্যে আর্থিকভাবে বেশ লাভজনক। এছাড়া মাদক এবং স্বর্ণ চোরাচালানও এই অঞ্চলের একটি লাভজনক ব্যবসা। এটা মূলত ট্রানজিট রুট। এ অঞ্চলে আইনশৃঙ্খলার দায়িত্বে নিয়োজিত বাহিনী এর থেকে লাভবান হয় বলে জানা যায়।

কিছু সন্ত্রাসীকে শেল্টার দিয়ে, বঞ্চিত একটি জনগোষ্ঠীকে উচ্ছেদ করে, ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হয়ত কেউ কেউ হচ্ছেন। কিন্তু একবারও কী ভেবে দেখেছি দেশের কতটা ক্ষতি তারা করছেন। ইউপিডিএফকে শেল্টার দিয়ে যারা তৈরি করেছে, তারাই এখন পাহাড়ি গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়ার জন্য ইউপিডিএফকে দায়ী করছে। অথচ ইউপিডিএফের চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তারের কোনো উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে না। তারা প্রকাশ্যে কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। ঢাকা এবং চট্টগ্রামে অবস্থান করে চাঁদাবজি এবং মুক্তিপণের টাকায় ইউপিডিএফকে পরিচালনা করছে প্রসিত-সঞ্জয়রা।

স্বাধীনতার পর থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে আর্মির পেছনে কয়েক হাজার কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। কিন্তু শান্তি আসেনি। শান্তি আসার সুযোগ এসেছিল চুক্তির মাধ্যমে, রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে। সেই সুযোগটি সম্ভবত আমরা হাতছাড়া করতে যাচ্ছি। আজকে ইউপিডিএফের মাধ্যমে জনসংহতি সমিতি তথা সন্তু লারমাকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলার চেষ্টা করা হচ্ছে। ভুলে যাচ্ছি সন্তু লারমার মতো নেতা ছিল বলেই চুক্তি করা সম্ভব ছিল। চুক্তি বাস্তবায়ন না করে সন্তু লারমাকে ব্যর্থ হিসেবে প্রমাণ করতে পারলে ব্যক্তি সন্তু লারমা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। কিন্তু সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশও কম ক্ষতিগ্রস্ত হবে না- বিষয়টি আমাদের মনে রাখা জরুরি।

এই চৎড়াছড়ি গুচ্ছগ্রামের সেটেলার বাঙালিরাই আর্মি-পুলিশের সহায়তায় ৯টি পাহাড়ি গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে